কৃষিই সমৃদ্ধি

জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক পদ্ধতিতে কপিজাতীয় ফসলের বিভিন্ন পাতা-খেকো পোকার দমন ব্যবস্থাপনা

বাঁধাকপি, ফুলকপি ইত্যাদি কপিজাতীয় ফসল বাংলাদেশে ব্যাপক পরিমাণে চাষাবাদ হচ্ছে। বিভিন্ন পাতা খেকো পোকা যেমন- সাধারণ কাঁটুই পোকা এবং সুরুই পোকা বা ডায়ামন্ডব্যাক মথ বাঁধাকপির মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে থাকে। অনুরুপভাবে সাধারণ কাঁটুই পোকা ফুলকপি উৎপাদনেরও বড় অন্তরায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত পোকাসমূহ কার্যকরীভাবে, কম খরচে ও পরিবেশসম্মত উপায়ে দমন করা সম্ভব।

ক) যান্ত্রিক উপায়ে দমন:

সাধারণ কাঁটুই পোকা এবং ডায়ামন্ডব্যাক মথ এর ডিম/কীড়া আক্রমণের প্রথমাবস্থায় দু-একটি পাতায় দলবদ্ধভাবে থাকে। উক্ত সময় আক্রান্ত পাতার পোকাগুলিকে ২-৩ বার হাত বাছাই করে মেরে ফেললে এই সব পোকা অনেকাংশে দমন করা সম্ভবপর হয়।

খ) সাধারণ কাঁটুই পোকার জন্য সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার:

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণে সাধারণ কাঁটুই পোকার পুরুষ পোকা আকৃষ্ট করা সম্ভব। পানি ফাঁদের মাধ্যমে উক্ত ফেরোমন ব্যবহার করে আকৃষ্ট পোকাসমূহকে মেরে ফেলা যায়। সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বাঁধাকপি/ফুলকপির জমিতে চারা লাগানোর ১ সপ্তাহের মধ্যে ১ বিঘা জমিতে ৪-৫টি স্থাপন করতে হবে।

চিত্র: পোকাক্রান্ত বাঁধাকপি

গ) জৈব বালাইনাশক:

পাতা খেকো পোকার আক্রমণ বেশি হলে জৈব বালাইনাশক এসএনপিভি প্রতি লিটার পানিতে ০.২ গ্রাম এবং ট্রেসার প্রতি লিটার পানিতে ০.৪ মিলি হারে মিশিয়ে পর্যায়ক্রমিক ভাবে ১০-১৫ দিন অন্তর অন্তর স্প্রে করতে হবে। একবার এসএনপিভি স্প্রে করা হলে পরের বার ট্রেসার স্প্রে করতে হবে। এভাবে ২-৩ বার জৈব বালাইনাশক স্প্রে করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

চিত্র: লার্ভাসহ পোকাক্রান্ত বাঁধাকপি

চিত্র: বাঁধাকপির ক্ষেতে ফেরোমেন ফাঁদ

চিত্র: পোকামুক্ত বাঁধাকপি

চিত্র: পোকামুক্ত বাঁধাকপি

তথ্যসূত্র: ড. মোঃ হারুন-অর-রশীদ, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বুড়িরহাট, রংপুর। মোবাইল: ০১৭১৮-০৮৯৮৩১

প্রচারে: কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর।